দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। প্রবৃদ্ধির এই গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পর পর তিন বার ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৭.৬৫ শতাংশ; চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.২৮ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশ, যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২.৯৭ শতাংশ। বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদ খাতেও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৯৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১০.২২ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.১৮ শতাংশে পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.২০ শতাংশ । বৃহৎ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৬৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬.৩৩ শতাংশে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.১০ শতাংশ, ৩৩.৭১ শতাংশ ও ৫২.১৮ শতাংশ, যেগুলি পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৪.৭৪ শতাংশ, ৩২.৪২ শতাংশ ও ৫২.৮৫ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৭৬.৩৯ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৫.৩৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২৩.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে স্থূল জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৬৪ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২৮.০৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ৩০.৫১ শতাংশ থেকে ০.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬.০৬ শতাংশ ও ৬.৫৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের উপরে তথা ৭.১১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৬৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ১৯,৭৫,৮১৫ কোটি টাকা হতে ১৩.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২,৩৮,৪৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,২২,১৫২ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৩৬,৭৮৬ টাকা। অপরপক্ষে, গত অর্থবছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,২৭,৪০১ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৪২,৮৬২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্কিন ডলার হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১,৭৫২ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৬১০ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৫৪৪ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৭৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৬ অনুযায়ী ক্রয় ক্ষমতা তথা Purchasing Power Parity (PPP) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩,৩৪১ মার্কিন ডলার দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) সারণি ২.১ -এ এবং চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ সারণি ২.২ -এ উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

সূচক	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৩৮৪৯৮
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৮৬২১৪২	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৩৩২২৪	১৬১৪২০৪	১৮৩২৬৭৫	২০৬০৭১৬	২৩৩৭৯৪৩
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.৭৮	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮	১৫.৭৯	১৫.৯৯	১৬.১৮	১৬.৩৭
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৬৭৮৬
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৫৮৩৩২	৬৬০৪৪	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২০১৫	১০২২৩৬	১১৪৬২১	১২৭৪০	১৪২৮৬২
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৭৮০	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১০	১২৩৬	১৩৮৫	১৫৪৪	১৬৭৭
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৮৪৩	৯২৮	৯৫৫	১০৫৪	১১৮৪	১৩১৬	১৪৬৫	১৬১০	১৭৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
১। কৃষি ও বনজ	১১০৯৯০	১২৫৪৬৯	১৩৮৮৭৯	১৪৮৭৫৮	১৬৩৯৬৮	১৭৬৫০০	১৯০৩১৪	২০৫৩৯৮	২২৩৮৬৩
ক) শস্য ও শাকসবজি	৮১৪০৫	৯১৯০৩	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৫	১৫৫৬৮১
খ) প্রাণিসম্পদ	১৭৫২৭	২০১৭১	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৬০২৬	৩৯৬২৫
গ) বনজসম্পদ	১২০৫৮	১৩৩৯৫	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৬৬৮	২৮৫৫৭
২। মৎস্য সম্পদ	২৪৬০১	২৮৪৮২	৩১৮২৭	৩৬৯৯৫	৪২৩০৮	৪৭৫৮১	৫৩০৭৬	৫৯৬২৭	৬৭০৭৯
৩। খনিজ ও খনন	১২৬৪৫	১৪২০৮	১৬৬৫০	১৯৪৬১	২১০৮০	২৩৮৭৬	২৮৫৭৮	৩৪১২৭	৪০১০১
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৮০৩	৬৮৪৬	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮১৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২০০৩	১৩৪৮১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৫৮৪২	৭৩৬৩	৯২৮৪	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২২১২৫	২৬৬২০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১২৮৫৭৩	১৪৬৫০৩	১৬৭৯২৭	১৯৭১২৭	২২৩২২১	২৫৪৪৮৩	২৯৫১১১	৩৪১৮২৯	৪০২২৫০
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১০১৬১৯	১১৬৪৫৩	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৯২১৭	৩৩০৩৩৫
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৬৯৫৪	৩০০৪৯	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৬১২	৭১৯১৫
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৮৩৪৬	১১৫৮৯	১৪১৮৯	১৬৩৮১	১৮৪০১	১৯৮৬৮	২৩৮২৯	২৬২৪৩	২৮৬৯৪
ক) বিদ্যুৎ	৬০০৩	৮৬৪৬	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	২০৩৭০	২২৫৩৩
খ) গ্যাস	১৮০৯	২৩৩৯	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৫৭৮	৪৭২৭
গ) পানি	৫৩৩	৬০৫	৭০১	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২৯৪	১৪৩৪
৬। নির্মাণ	৪৯৪৭৪	৫৭০৭২	৬৮৩০৪	৮২৪৩২	৯০৮৩৪	১০৮৪৮৪	১২৬৩৫৩	১৪৬১০৭	১৭১৬২৭
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য,যানবাহন ও মেরামত	১০৬৬০৬	১২১৩৩২	১৩৭৩৯৬	১৫৪৫৭৯	১৭২৫৭৫	১৯২৫৮৫	২১৪২৫৭	২৪৩৯৫৮	২৭৬৬৫০
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৭০২৮	৮২২৮	৯৭৫৫	১১২৬৩	১৩০৩৫	১৪৯২৮	১৭০৫৮	১৯৩১৮	২১০৫৯
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮০৪৫৪	৯৪৫৭১	১১২৭০২	১২৪২৮১	১৩৪৩১৭	১৫০০২৫	১৬৯১৬৫	১৮৭০৭৬	২০৪২০৯
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৫৭৫৭৪	৬৮৭১৭	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮০৮	১৫৭০১১
খ) পানি পথ পরিবহণ	৬৩৮৬	৬৯৩৪	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৬	১০৯৯৬	১১৭২৬
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৮১১	৯৫৭	১০২২	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৯৯	১৪৯০
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৩৮২৬	৪৪১০	৫৩৯১	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৭০৭	৯৩৫৪
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১১৮৫৮	১৩৫৫৩	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১৬৬	২৪৬২৭
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	২৩৪৪৮	২৭৫৪৫	৩৬৩১৬	৪২২৩৭	৪৮৫৬৩	৫৫৭৬১	৬৩৬০১	৭৩২০৫	৮৩৭২৮
ক) ব্যাংক	১৭৫০৮	২১৫২২	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৮৯	৬২৩৮৯	৭১৭৫৪
খ) বীমা	৩৩৫৬	৩৭৮৬	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৮	৬৩২৭	৬৮০৮	৭৩৪১
গ) অন্যান্য	২৫৮৩	২২৩৭	২৩৮১	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮	৪৬৩৩
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৫৪৪৩২	৬০১১৯	৬৮৭১৫	৭৮৮২০	৯১২২৯	১০৬০৬১	১২৩৭৪০	১৪৪৫৩৯	১৫৮৮৮৪
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২৫৪২৬	৩০২৮২	৩৩৪৯৯	৩৭৬৭৮	৪৪৭২৮	৫০৬৭৪	৬৬৭১১	৭৮৪৪১	৯২৮০০
১৩। শিক্ষা	১৮২৫৮	২১৩৯২	২৫০৪৮	২৮৪২৯	৩২৭৬৭	৩৭৬২৪	৪৬৫১২	৫৬৮৫৬	৬৫০০২
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১৫৩২৬	১৭৭৩১	২০১৩৩	২৩৮৬৮	২৬৯২৪	৩০১৩৫	৩৪৭৫৮	৩৮৯৮৭	৪৪০৬৪
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৯৫৬৯২	১০৪৬০৮	১১৭২৯৩	১৩৮৯৫২	১৫৬৫৫২	১৭৬৪০২	১৯৪২৪৮	২১৪২১৩	২৩৬৪৭০
ভর্তুকি ব্যতিরেকে শুল্ক	৩৬২৪১	৪৬৬৯৮	৫৬৫৬৯	৫৭৬৬২	৬৩১৭৪	৭০৮১৫	৮৫৫৫২	১০৫৮৯৩	১২২০১৭
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৩	১৯৭৫৮১৫	২২৩৮৪৯৮
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১৩.১১	১৪.৮৩	১৫.২২	১৩.৬২	১২.০৭	১২.৮১	১৪.৩২	১৪.০২	১৩.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক।

স্থির মূল্যে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

উৎপাদনের ভিত্তিতে খাতভিত্তিক জিডিপি'কে ৩টি বৃহৎ খাত তথা: কৃষি, শিল্প ও সেবায় বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সার্বিকভাবে জিডিপি ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। এ ১৫ টি খাতের মধ্যে ৬টি খাত আবার উপখাতে বিভক্ত। কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাত সমন্বয়ে বৃহৎ কৃষি খাত গঠিত। আবার, খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ খাত নিয়ে বৃহৎ শিল্প খাত গঠিত। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; রিয়েল এস্টেট; ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহ নিয়ে বৃহৎ সেবা খাত গঠিত। ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ২.৩ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
১। কৃষি ও বনজ	**৬.৫৫**	**৩.৮৯**	**২.৪১**	**১.৪৭**	**৩.৮১**	**২.৪৫**	**১.৭৯**	**১.৯৬**	**২.০১**
ক) শস্য ও শাকসবজি	৭.৫৭	৩.৮৫	১.৭৫	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	০.৯৬	০.৯৮
খ) প্রাণিসম্পদ	২.৫১	২.৫৯	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩১	৩.৪০
গ) বনজসম্পদ	৫.৩৪	৫.৫৬	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০	৫.৫১
২। মৎস্য সম্পদ	**৪.৬০**	**৬.৬৯**	**৫.৩২**	**৬.১৮**	**৬.৩৬**	**৬.৩৮**	**৬.১১**	**৬.২৩**	**৬.৩০**
৩। খনিজ ও খনন	**৮.১৫**	**৩.৬২**	**৬.৯৩**	**৯.৩৫**	**৪.৬৮**	**৯.৬০**	**১২.৮৪**	**৮.৮৯**	**৮.৪৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.৫২	০.৬৮	৩.৭৮	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	০.৩৪	১.২১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭.৪৩	৯.৩৪	১২.৫৮	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	২১.১৯	১৭.১২
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৬.৬৫**	**১০.০১**	**৯.৯৬**	**১০.৩১**	**৮.৭৭**	**১০.৩১**	**১১.৬৯**	**১০.৯৭**	**১৩.১৮**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৬.২৭	১১.১১	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.২০	১৩.৭৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৮.১৭	৫.৬৭	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.৮২	১০.৩৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	**৯.৯৭**	**১৩.৩৬**	**১০.৫৮**	**৮.৯৯**	**৪.৫৪**	**৬.২২**	**১৩.৩৩**	**৮.৪৬**	**৮.৩৬**
ক) বিদ্যুৎ	১০.৫০	১৫.৮২	১০.৯৭	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	৯.২২	৯.২৫
খ) গ্যাস	৮.৭৮	০.০৭	৭.৪৫	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	০.২৮	১.১০
গ) পানি	৫.৭৯	৮.২৩	১০.৯১	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	১১.০৯	৬.৮৬
৬। নির্মাণ	**৭.২১**	**৬.৯৫**	**৮.৪২**	**৮.০৪**	**৮.০৮**	**৮.৬০**	**৮.৫৬**	**৮.৭৭**	**১০.১১**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য,যানবাহন ও মেরামত	**৫.৮৫**	**৬.৬৯**	**৬.৭০**	**৬.১৮**	**৬.৭৩**	**৬.৩৫**	**৬.৫০**	**৭.৩৭**	**৭.১৭**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৬.০১**	**৬.২০**	**৬.৩৯**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৩**	**৬.৯৮**	**৭.১৩**	**৭.২৮**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৭.৫৫**	**৮.৪৪**	**৯.১৫**	**৬.২৭**	**৬.০৫**	**৫.৯৬**	**৬.০৮**	**৬.৭৬**	**৬.৩৩**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.৩১	৭.১৮	৬.৮৩	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৬	৬.৭০
খ) পানি পথ পরিবহণ	৩.১৯	২.৯২	৩.১০	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১০	৩.৮০
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১৮.১৯	১৫.২৩	৫.৭৬	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	২.৭৯	৩.৬৮
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১০.৩৩	১১.৯৭	১৭.৬০	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.৪০	৬.১৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৯.০২	১৩.৭৭	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৯৮	৬.২০
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৬.২৫**	**১০.৪৪**	**১৪.৭৬**	**৯.১১**	**৭.২৭**	**৭.৭৮**	**৭.৭৪**	**৯.১২**	**৭.৯০**
ক) ব্যাংক	৩.১৫	১২.৯৮	১৭.৬১	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৪৯	৮.৮৫	৯.৯৫	৮.৫১
খ) বীমা	১৯.০৮	৩.৬৯	৪.৪১	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	২.০৫	১.৬৩
গ) অন্যান্য	১৭.৭১	-২.৫৪	২.৩৩	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.০৬	৯.০৫
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য	**৩.৮৫**	**৩.৮৮**	**৩.৯২**	**৪.০৪**	**৪.২৫**	**৪.৪০**	**৪.৪৭**	**৪.৮০**	**৪.৮০**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৮.২৩**	**৮.৮৪**	**৭.৫৩**	**৬.৫৩**	**৬.৮৯**	**৯.৮২**	**১১.৪৩**	**৯.১৫**	**৯.২৪**
১৩। শিক্ষা	**৫.১৮**	**৫.৬৩**	**৭.৭৫**	**৬.৩০**	**৭.২৬**	**৮.০১**	**১১.৭১**	**১১.৩৫**	**৭.৯৩**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৬.৮৩**	**৬.৩৪**	**৩.৮১**	**৪.৭৬**	**৫.০৬**	**৫.১৮**	**৭.৫৪**	**৭.৬৩**	**৭.০২**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৩.২১**	**৩.২৩**	**৩.২৫**	**৩.২৫**	**৩.২৭**	**৩.২৮**	**৩.৩০**	**৩.৬২**	**৩.৬৫**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**	**৬.৫২**	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৮**	**৭.৬৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.১: স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)

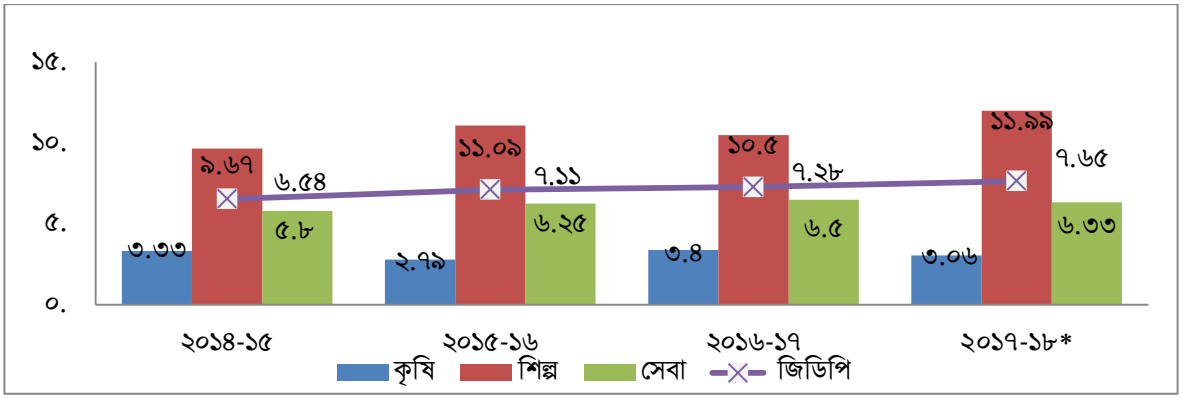

কৃষি খাত

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বৃহৎ কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.০১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১.৯৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের তিনটি উপখাত তথা শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৯৮ শতাংশ, ৩.৪০ শতাংশ এবং ৫.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.৯৬ শতাংশ, ৩.৩১ শতাংশ এবং ৫.৬০ শতাংশ।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০৭.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা গত অর্থবছরে ছিল ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩৫৮.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন । ইতোমধ্যে, ২৭.০৯ লক্ষ মে.টন আউশ ও ১৩৮.৬৪ লক্ষ মে.টন আমন উৎপাদিত হয়েছে। হাওর এলাকায় পর পর দুই বার বন্যা সত্ত্বেও ১৯০.৪১ লক্ষ মে.টন বোরো উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, ১২.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন গম ও ৩৮.২০ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

শিল্প খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প (broad industry) খাতের ৪টি খাতের মধ্যে ২টি খাতে (খনিজ ও খনন, এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাত) প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও ২টি খাতে (ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ খাত) প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ দুটি খাত শিল্প খাতের ৯৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩০.৩ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের অন্তর্গত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.২১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ০.৩৪ শতাংশ। তবে অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.১২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ২১.১৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অন্তর্গত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাতের অন্তর্গত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ এ ৩টি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.২৫ শতাংশ, ১.১০ শতাংশ এবং ৬.৮৬ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৯.২২ শতাংশ, ০.২৮ শতাংশ এবং ১১.০৯ শতাংশ। অন্যদিকে, নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০.১১ শতাংশ, গত অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত 'Quantum Index of Industrial Production (QIIP)' (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে গড়ে (জুলাই-নভেম্বর ২০১৭) বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচক গত অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচক ২৭১.০৫ এর তুলনায় ২২.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩০.৮১ শতাংশে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক (১০.৯৩%), টেক্সটাইল (৩২.৯৬%), কেমিক্যাল ও কেমিক্যাল দ্রব্যাদি (১৬.০৬%), ফার্মাসিটিক্যালস্ ও মেডিসিনাল কেমিক্যাল (৪৪.৬৫%), অধাতব খনিজ দ্রব্য (২৩.০৫%), ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য (১৯.৮৩%), চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (৮৯.৩৩%),খাদ্য দ্রব্য (৩৫.৯৬%) এবং বেসিক ধাতব দ্রব্য (৫.২৪%)।

সেবা খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বৃহৎ সেবা (broad service) খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বৃহৎ এ খাতের অন্তর্গত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি ৭.৩৭ শতাংশ থেকে ০.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.১৭ শতাংশ। অন্যদিকে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.২৮ শতাংশ এবং ৬.৩৩ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৭.১৩ শতাংশ এবং ৬.৭৬ শতাংশ। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খাতের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট ভাড়া ও অন্যন্য ব্যবসা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৮০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে সমাজকর্ম ও কমিউনিটি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৮০ শতাংশ এবং ৩.৬৫ শতাংশ। তবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১০.৫৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১১.১২ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপখাতেরই অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, জিডিপি'তে মৎস্য খাতের অবদানও একই সময় ব্যবধানে ৩.৬১ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ খাত হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৪.৭৪ শতাংশ, যা সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪.১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের জিডিপি'তে অবদান পূববর্তী অর্থবছরের ১.৮০ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাত; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২২.৮৫ শতাংশ, ১.৫৩ শতাংশ এবং ৭.৫৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ছিল যথাক্রমে ২১.৭৪ শতাংশ, ১.৫২ শতাংশ এবং ৭.৩৬ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩২.৪২ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫২.১৮ শতাংশ, যা পূববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫২.৮৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ছিল সর্বোচ্চ (১৩.৯৪%)। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১১.১২%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৮.৫৩%); রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৪৮%); লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৭২%); আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৪১%); শিক্ষা (২.৪৮%); স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৮৪%) এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁ (০.৭৫%)।

সারণি ২.৪ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
১। কৃষি ও বনজ	**১৪.৬৫**	**১৪.২৭**	**১৩.৭০**	**১৩.০৯**	**১২.৮১**	**১২.৩২**	**১১.৭০**	১১.১২	১০.৫৪
ক) শস্য ও শাকসবজি	১০.৭৯	১০.৫০	১০.০১	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৩৭
খ) প্রাণিসম্পদ	২.০৬	১.৯৮	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৪
গ) বনজসম্পদ	১.৮১	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬৩
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৭৩**	**৩.৭৩**	**৩.৬৮**	**৩.৬৮**	**৩.৬৯**	**৩.৬৯**	**৩.৬৫**	**৩.৬১**	**৩.৫৭**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৬৫**	**১.৬০**	**১.৬১**	**১.৬৫**	**১.৬৩**	**১.৬৮**	**১.৭৭**	**১.৮০**	**১.৮১**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০৯	১.০৩	১.০০	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	০.৯৮	০.৯২
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫৬	০.৫৭	০.৬১	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৮২	০.৮৯
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৭.২০**	**১৭.৭৫**	**১৮.২৮**	**১৯.০০**	**১৯.৪৭**	**২০.১৬**	**২১.০১**	**২১.৭৪**	**২২.৮৫**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১৩.৭৪	১৪.৩২	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০১	১৯.০৩
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৪৬	৩.৪৩	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭৩	৩.৮২
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	**১.২৮**	**১.৩৬**	**১.৪১**	**১.৪৫**	**১.৪২**	**১.৪২**	**১.৫০**	১.৫২	১.৫৩
ক) বিদ্যুৎ	১.০৪	১.১৩	১.১৭	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.২৯	১.৩১
খ) গ্যাস	০.১৬	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪	০.১৩
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	**৬.৬৫**	**৬.৬৭**	**৬.৭৮**	**৬.৯০**	**৭.০৩**	**৭.১৬**	**৭.২৬**	**৭.৩৬**	**৭.৫৩**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৪.০২**	**১৪.০২**	**১৪.০২**	**১৪.০৩**	**১৪.১০**	**১৪.০৮**	**১৩.৯৯**	**১৪.০১**	**১৩.৯৪**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১.০৫**	**১১.২৩**	**১১.৪৯**	**১১.৫০**	**১১.৪৯**	**১১.৪৩**	**১১.৩১**	**১১.২৬**	**১১.১২**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.২৮	৭.৩১	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৭	৭.১০
খ) পানি পথ পরিবহণ	০.৯২	০.৮৯	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪	০.৭১
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬০	০.৬৩	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩	০.৬২
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.১২	২.২৬	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১	২.৫৮
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২.৮৮**	**২.৯৯**	**৩.২১**	**৩.৩০**	**৩.৩৪**	**৩.৩৮**	**৩.৩৯**	**৩.৪৫**	**৩.৪৬**
ক) ব্যাংক	২.২৪	২.৩৭	২.৬২	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯৬	২.৯৮
খ) বীমা	০.৪৩	০.৪২	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২	০.৩০
গ) অন্যান্য	০.২১	০.২০	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৭	০.১৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭.৬১**	**৭.৪১**	**৭.২২**	**৭.০৭**	**৬.৯৫**	**৬.৮১**	**৬.৬৪**	**৬.৪৯**	**৬.৩১**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.২৬**	**৩.৩৩**	**৩.৩৫**	**৩.৩৬**	**৩.৩৯**	**৩.৪৯**	**৩.৬৩**	**৩.৭০**	**৩.৭৫**
১৩। শিক্ষা	**২.২৩**	**২.২১**	**২.২৩**	**২.২৪**	**২.২৬**	**২.২৯**	**২.৩৯**	**২.৪৮**	**২.৪৮**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১.৯৬**	**১.৯৫**	**১.৯০**	**১.৮৮**	**১.৮৬**	**১.৮৩**	**১.৮৪**	**১.৮৫**	**১.৮৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১১.০৮**	**১০.৭২**	**১০.৩৮**	**১০.০৯**	**৯.৮২**	**৯.৫২**	**৯.১৮**	**৮.৮৭**	**৮.৫৩**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২ -এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। যদিও কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে তথাপি শিল্প খাত বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ায় জিডিপিতে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২.৫ঃ স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)											
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৯.০১	১৮.০১	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.১০
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৫.৪০	২৭.৩৮	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪২	৩৩.৭১
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৫.৫৯	৫৪.৬১	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৮৫	৫২.১৮
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)											
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৫.৫০	৪.৪৬	৩.৩৩	২.৭৯	২.৯৭	৩.০৬
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৮০	৯.০২	৯.৬৭	১১.০৯	১০.২২	১১.৯৯
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৬০	৬.২২	৫.৮০	৬.২৫	৬.৬৯	৬.৩৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.১৮	৬.৬৪	৬.৫৪	৭.১১	৭.২৮	৭.৬৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পূর্বে সেবা খাতের অবদান ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ৫৫.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সেবা খাতের অবদান ৫২-৫৪ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

লেখচিত্র ২.২ স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা

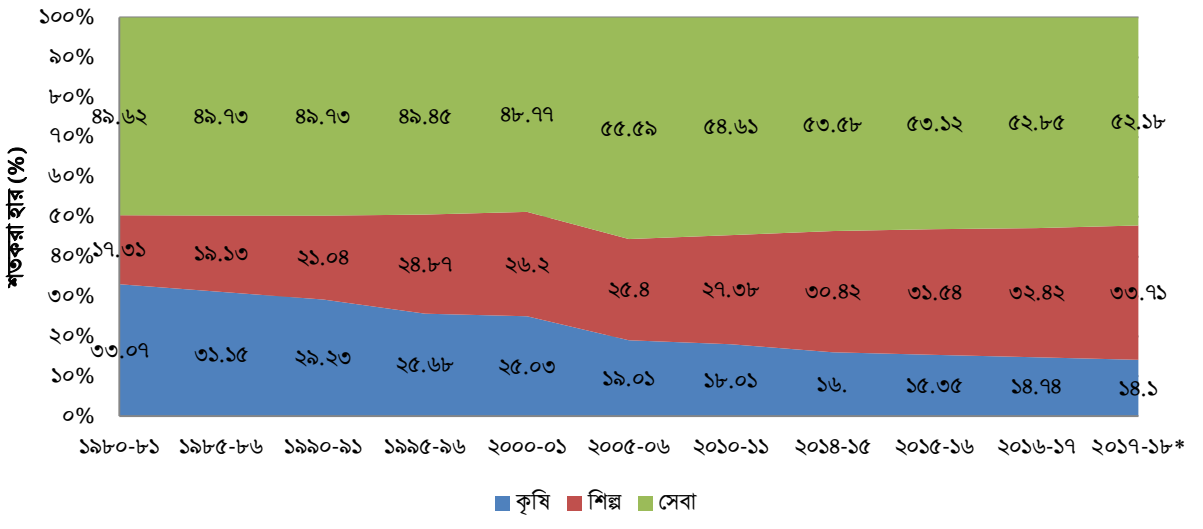

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ -এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ -এ জিডিপি'র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৬৭ শতাংশ হতে ১.৭২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬.৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে, সরকারি ৬.৪৬ শতাংশ এবং বেসরকারি ৬৯.৯৩ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে গত অর্থবছরের তুলনায় এ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৬১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২৫.৩৩ শতাংশ। একইভাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের হার পূর্ববর্তী অর্থবছরে তুলনায় ১.৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৮.০৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৬ ঃ চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৮৪০৮৯৮	৯৭৮০৯৫	১১২৯৪৭৫	১২৭৫০৯৭	১৪৩০৮৫১	১৬১৭৭৮৯	১৮১৩৮৭২	২০,৭৮১,৮৬	২৪১৪৩২৫
২. ভোগ	৬৩১৫৭১	৭২৬৯৬৬	৮৩১২৫০	৯৩৪৭২৭	১০৪৬৮৫৮	১১৭৯৯২৪	১৩০০০৩৪	১৪৭৫৩৫৫	১৭০৯৯২৯
সরকারি	৪০৪৭৮	৪৬৬৮৪	৫৩১৭৫	৬১৩৩৯	৭১৭১৯	৮১৯১৮	১০২১০৯	১৩৫৬৮৮৯	১৫৬৫৩০৭
বেসরকারি	৫৯১০৯৩	৬৮০২৮২	৭৭৮০৭৫	৮৭৩৩৮৯	৯৭৫১৩৯	১০৯৮০০৬	১১৯৭৯২৫	১১৮৪৬৬	১৪৪৬২১
৩. বিনিয়োগ	২০৯৩২৭	২৫১১২৯	২৯৮২২৫	৩৪০৩৭০	৩৮৩৯৯৪	৪৩৭৮৬৫	৫১৩৮৩৯	৬০২৮৩০	৭০৪৩৯৬
সরকারি	৩৭২৭৬	৪৮১৫০	৬০৮০২	৭৯৬২১	৮৭৯৯১	১০৩৩৯৩	১১৫৪৯২	১৪৬৪৭১	১৮৩৯৭৯
বেসরকারি	১৭২০৫১	২০২৯৭৯	২৩৭৪২৩	২৬০৭৪৯	২৯৬০০৩	৩৩৪৪৭২	৩৯৮৩৪৭	৪৫৬৩৫৮	৫২০৪১৬

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
৪. নীট রপ্তানি	-৪৫৮৯৫	-৬৯৩৯০	-৮২১৭৭	-৮৬৫৭০	-৮৭৮০৬	-১১২৩৬১	-৮০৬৬৩	-১০৩৩৭০	-১৭৮৫৯৩
৫. স্থূল দেশজ ব্যয়	৭৯৫০০৩	৯০৮৭০৫	১০৪৭২৯৯	১১৮৮৫২৭	১৩৪৩০৪৫	১৫০৫৪২৮	১৭৩৩২১০	১৯৭৪৮১৫	২২৩৫৭৩১
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৩৮৪৯৮
৭. পরিসংখ্যানিক ভ্রান্তি	৩০৮৩	৮০১৭	৭৯০৫	১০৩৯৬	৬২৯	১০৩৭৫	-৩৪৬	৯৯৯	২৭৬৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৪৭ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩০.৫১ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.২২ শতাংশ এবং ২৩.২৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৪১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.১০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬,০২,৮৩০ কোটি টাকা হতে ১৬.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,০৪,৩৯৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ঃ ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
১. ভোগ	৭৯.১৪	৭৯.৩০	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৭.৯১	৭৭.৮৪	৭৫.০২	৭৪.৬৭	৭৬.৩৯
সরকারি	৫.০৭	৫.০৯	৫.০৪	৫.১২	৫.৩৪	৫.৪০	৫.৮৯	৬.০০	৬.৪৬
বেসরকারি	৭৪.০৬	৭৪.২১	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭২.৫৭	৭২.৪৪	৬৯.১৩	৬৮.৬৭	৬৯.৯৩
২. বিনিয়োগ	২৬.২৩	২৭.৩৯	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৫৮	২৮.৮৯	২৯.৬৫	৩০.৫১	৩১.৪৭
সরকারি	৪.৬৭	৫.২৫	৫.৭৬	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.৪১	৮.২২
বেসরকারি	২১.৫৬	২২.১৪	২২.৫০	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.১০	২৩.২৫
৩. দেশজ সঞ্চয়	২০.৮৬	২০.৭০	২১.২২	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২৩.৬১
৪. জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৪৯	২৮.৯৫	২৯.৮৬	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	২৯.৬৪	২৮.০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়

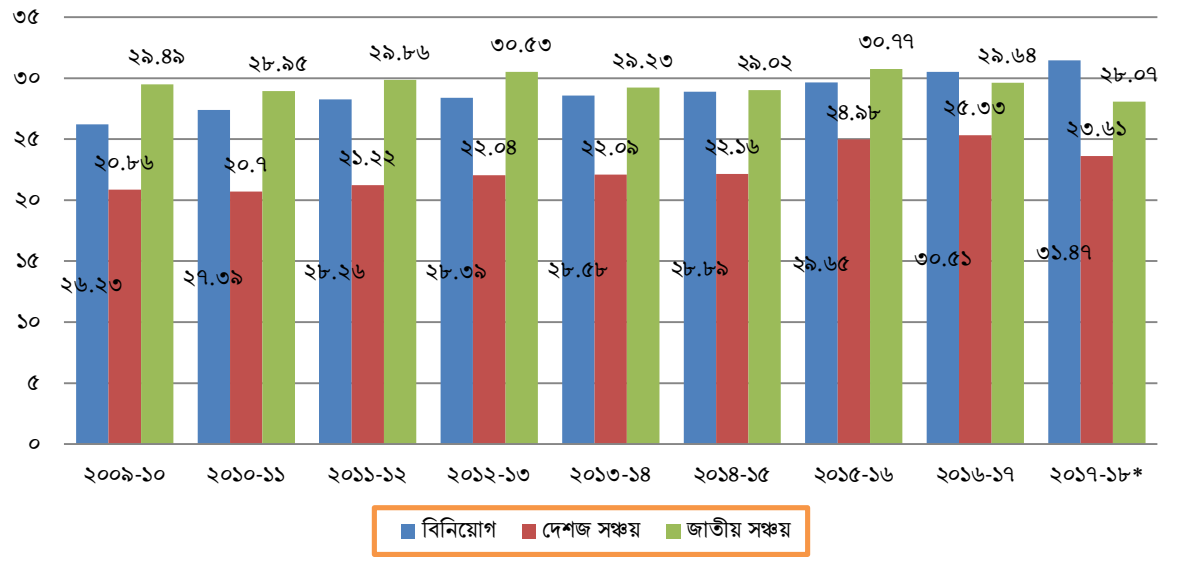

সরকার বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে সারাদেশে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) ৭৯টি (সরকারি ৫৬টি এবং বেসরকারি ২৩টি) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ব্যবসা সহজীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ আইন, ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ আইনের আওতায় বিনিয়োগকারীগণকে একই অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বিনিয়োগকারীদেরকে নয় ধরনের সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপি'র আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।